যোগাযোগ খাতের দুর্নীতিবাজরা
এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে
জামায়াত সমর্থক সচিব ড. মাহবুব দুর্নীতিবাজদের পাহারা দিচ্ছে

ইনকিলাব রিপোর্ট

যোগাযোগ খাতে জোট সরকারের আমলের দুর্নীতিবাজরা এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে। বিগত পাঁচ বছরে এ খাতে দুর্নীতি ও লুটপাট করে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের অনেক নেতা ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা অগাধ ধন-সম্পদের মালিক হয়েছেন। এদের কেউ কেউ ব্যবসা পরিবর্তন করে বর্তমানে আত্মগোপন করেছেন। কেউ কেউ এখনও অবাধে চলাফেরা করছেন। এসব দুর্নীতিবাজ লুটেরাদের ধরার জন্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কোন উদ্যোগ নেই। মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মুহম্মদ মাহবুবুর রহমান অভিভাবক হিসেবে দুর্নীতিবাজদের পাহারা দিচ্ছেন, এমন অভিযোগ অনেকেরই। জামায়াতে ইসলামীর একজন কট্টর সমর্থক হিসেবে প্রশাসনে বর্তমান যোগাযোগ সচিবের পরিচিতি রয়েছে। অনেকেই মনে করেন, সচিবের কারণেই এসব দুর্নীতিবাজরা এখনও বহাল তবিয়তে রয়েছেন। দুর্নীতিবাজদের ধরা হচ্ছে না, আর ধরার কোন উদ্যোগও নেই মন্ত্রণালয়ের।

যোগাযোগ খাতে জোট সরকারের আমলে সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারী ছিল সিএনজি বেবিট্যাক্সি কেলেঙ্কারী। এই কেলেঙ্কারীর দুই নায়ক ধরা পড়লেও তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে। ২০০৩ সালের ১ জানুয়ারী রাজধানীর রাজপথে টুস্ট্রোক বেবিট্যাক্সি নিষিদ্ধ করা হয়। তখন মধ্যস্বত্বভোগীদের নজর পড়ে এদিকে। ফোরস্ট্রোক বেবিট্যাক্সি আমদানীর হিড়িক পড়ে যায়। যারা কখনও ব্যবসা করেননি, তারাও ভারত থেকে এগুলো আমদানী করে। এর মাধ্যমে মধ্যস্বত্বভোগীরা হাতিয়ে নিয়েছে কয়েকশ' কোটি টাকা। ২০টি প্রতিষ্ঠান এসব ফোরস্ট্রোক বেবিট্যাক্সি আমদানী করে তা খুচরা বিক্রি করে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্যাব এক্সপ্রেস (বিডি) ও রিজু মোটরস্ একচেটিয়া ব্যবসা করে। ক্যাব এক্সপ্রেসের মালিক বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য জিএম সিরাজ এবং রিজু মোটরসের মালিক যুবদল নেতা ও বিএনপি চেয়ারপারসনের দেহরক্ষী গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী খোকন। বাকিদের বেশীরভাগই বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মী ও সমর্থক। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে বিআরটিএ'র রেজিস্ট্রেশনসহ তারা উচুঁদরে বিক্রি করেছে ভারতীয় বাজাব বেবিট্যাক্সি। সেসময় খোলা বাজারে একটি বেবিট্যাক্সি দেড় লাখ টাকা থেকে দুই লাখ টাকায় বিক্রি করা হতো। কিন্তু বিআরটিএ'র রেজিস্ট্রেশন নিয়ন্ত্রণ করে একই বেবিট্যাক্সি বিক্রি করা হয়েছে সাড়ে তিন লাখ টাকা থেকে চার লাখ টাকা পর্যন্ত। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বিআরটিএ'র রেজিস্ট্রেশন নম্বর দখলের পর তাদের নামেই বেবিট্যাক্সির রেজিস্ট্রেশন করায়। পরে বিভিন্ন শোরুমে রেখে ওইসব বেবিট্যাক্সি বিক্রি করে রেজিস্ট্রেশন নিয়ন্ত্রণকারী যুবদল নেতা গিয়াস উদ্দিন খোকনের রিজু মটরস। ২০০২ সালে গিয়াস উদ্দিন খোকন কাকরাইলের ঈশা খাঁ শপিং কমপ্লেক্সের নীচতলায় শোরুম খোলেন। যোগাযোগ মন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা রিজু মটরস-এর ওই শোরুম উদ্বোধন করেন। অভিযোগ রয়েছে, সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রীর সাথে কমিশন ভাগাভাগির শর্তে রিজু মোটরস প্রতিটি সিএনজি বেবিট্যাক্সি ৪ লাখ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করেছে। রিজু মোটরসের শোরুমটি এখন ভাড়া দেয়া হয়েছে। ওটি এখন জিতু মোটরসের মোটর সাইকেল ও মাইক্রোবাসের শোরুম। সিএনজি বেবিট্যাক্সি কেলেঙ্কারী তদন্ত করতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গত বছর ১১ ফেব্রুয়ারী তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে। কিন্তু কমিটি আজও তাদের রিপোর্ট দাখিল করেনি। আর রিপোর্ট দাখিল করার জন্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকেও কোন তাগিদ নেই।